


দেখে এলাম হ্রী





দেখে এলাম ছৌ

সংস্কৃতি পরিচয় - ১



Dekhe elam Chau

কাহিনি ও চিত্রনাট্য- রঞ্জন সেন

প্রচ্ছদ ও অলকোরণ- সঞ্জয় বোস

উদ্যোগ ও রূপায়ণ- বাঙ্গালানটিক ডট কম

ছালের স্বাক্ষরের কাজে পুরুষদের বদলে উৎসাহে ছৌ পাড়
লেখার পর প্রাণ টিটো লেপ উৎসাহিত।



সবদর কাজে যে ছৌ পাড় লেখার কাজটা করে। ডিপি ডিভিও এমন বাসভায়ে লেপ উৎসাহিত। সেরাধর যখন প্রাণ টিটো লেপ
ডিভিও ও প্রাণ পা'ও এক বাসে যায়। টিক হার, একটি উইকএডে টুয়ে নবাই বিল পুরুষদের মাথায় ধরে।



পূর্বসিয়ারাম পৌঁছে সন্ধ্যায় তারা ছৌঁ পাতে
দেখতে পেল বাঘদিয়ারাম



হ্যাঁ, খালি ঘর তই
সামনের ঘাটে!

সবনা এখানেই কি
ছৌঁ বাচা হবে?

হ্যাঁ!

বামনিয়া ছৌ-নৃত্য দল
পুলকিত



klik!

klik!

যাবা যাবা যা...

কী যাক...



शरणा
कलारतुल किछु।

की माफला
जे।

डेफ।
साटकाटि।



कलारतुल

क्यापेटेस
क्याप

डेफि कारा।



আমার সবচেয়ে ভালো গল্প
অতিথি আর অসুখের ঘুর / ঘোর!

মুখোশগুলো ফারণ!
আর শিরীষের
চলোফেরার
কাহনা একদম
অপারকম!



বাজারে গেলে ট্রাফ পাইডে শকায়ণা হৌ নাত নিজে দু-টার কথা বললেও

হৌ এখন নিয়মের খুব জরুরি। কুচুর গণ খিচি গার
প্রাক হই, মতখর জেগে হৌ গণাই। গণাই, গণনা,
বাকল, কুচকুবি হল এই বাজারে বাজলে। ইতিহাসে ১৯৯০
মাসে হৌ বাজারে ইতিহাসিকল জালচালন হৌগেটো
বিষয়ে গীর্জিতি হিহায়ে।

হাঃ এ হৌ
গোটা
মেশের পর্ব।



মায়ি মায়ি,
লোক-লোককে এখন
একমন অস্বাভাবিক
ব্যাপার!

মাত্ৰিক মুখোশ,
পন্নলে একরকম,
খুনলে জালিয়া!



ভাণসম্বৎ একজন হৌ শিরী,
ভানের ছলর নামে বাসধিয়া হৌ বৃন্দাবন।

আনি ভাণসম্বৎ,
সাতিক বেয়েছিলম।

আর বাড়ী পুণ্ডর পুর
সাঁপের ভিগরতি দাত কি
সম?

এই 'ভাণসম্বৎ' পুণ্ডরপুর
সাঁপের ভিগরতি দাত কি
সম?



না না আশ্রয় বাগাই না, এতলে বাগলে
হর পুরুলিয়ার আয়েছা পাছাচর
কেলে চড়ির প্রায়ে!

দুশোপতলে কি
তোদেরই
বাগাও!

বেশ জারী!

वही सावने का वाकान जो
 सादर ज्ञान लक्षित मित्र
 युवा। जो सादर ज्ञान
 बुद्धिमान बलिष्ठ ज्ञानवान
 सावने के विचारों बुद्धि
 ज्ञान / ज्ञान ज्ञान ज्ञान मित्र
 युवा ज्ञान विचार
 जो मित्र।



लम्बीर मित्र युवा
 सावने ज्ञान, बुद्धिमान
 युवा ज्ञान विचार, ज्ञानवान
 सावने ज्ञान मित्र युवा
 बुद्धिमान ज्ञानवान
 जो मित्र।

आपका किंग्स क्लब
अपना क्या खिलाई है?

हाँ हाँ हाँ,
लेट्स रा गार्डन
या!

मुझसे क्या क्लब
है, क्लब का
नाम क्या रखना
है?



হুয়, জাগনী আভিদের
ডুইকেনে দেখেছি।




হ্যা জাই জে!
শৌদকমের
ড্রাটেও জাহে!

আমের কথাবার্তাটান যাকো আমেরন দুলাইন বিদ্যালয়র শিক্ষক মাসুউরন মাহুউরন।

কি আমের লামন
হৌ মাত?

মামন!






এখানকার গ্রামগুলোতে এই বছরে আমের
লেগেই আছে, পরবর্ত্তালে তো তারা রাত চলে/
তবে খরচের এক বুর বিশেষ আছে।




ভাণ্ডা
বাসে ছাড়ান/
লে চলে।

ইয়া জ্যাঘি
ভেডি।




চলি, পাশের
গ্রামে হৌ-এর জখুঠাল
সেখাত বাব।

সেখানেও কি
এই নাচটাই
হবে?



মা মা, ওখানে
কিছু হৌ নাট
হুবে।



এখানে কে কেমনে পরিচালনা করবেন।
সেখানে। দুর্ভাগ্যবশত সেখানে এই পল্লীর
সুখ দেখা যায়। তবে তারা বহুতই
এখানে ছাড়া কেউই নেই। মাঝে
মাঝে কেউ কেউ আসে। মাঝে
মাঝে কেউ কেউ আসে। মাঝে
মাঝে কেউ কেউ আসে।



পল্লী মাঝে
কিছু হৌ?

মা মা!



মাঠ থেকে ফিরে হোটেল এসেও
চিটা-ভিয়াসের মুক্ততা কাটেনি।

এখানে যা এলে দেখাওই
হত না। শব্দে এই
বায়ের শো আরও
বেশি হওয়া বরকার।

যা বলেছিল। আমাদের
যখন জানো দেখেছে তখন
অন্যদেরও জানো লাগবে।

জন্মের ঠিক
ঘরে জন্মের কথা!

ইয়া ঠিক বলেছিল।
এই জে শংকরবাবু বলাছিলেন, পুরুষদের
প্রতিটি হাতের ছোট্ট শিরীষা আছে। সেটার
ঘরে অনুষ্ঠান হলে আঁচের। হাতের শিরে দখল
অনুষ্ঠান করে, মানুষের জন্মের লক্ষণে সেমন
আঁচেরা থেকে আঁচের ডাক পায়।



মানুষের জন্মের লক্ষণে
আঁচের ডাক পায়।



তবে এখন ওরা আমের
বেশি পো পায়।







হ্যাঁ যা বলছিলেন, সবকিছুর মধ্যে এই গল্পও শিখা লাগে। ওরফে শিখী বা সন্দেহভারী
অসম্পন্ন শেখান। এইভাবেই ঐতিহ্য চিহ্নে আসে। যারো জটিল ব্যক্তিগত, এখন আবার হৌ-এর পুরোপুরি
এক ও দুখ ফিরে আসছে।



এখন পৌরাস্থিক
পালায়ে ওপরে ছোরে
কেড়েছে। বহুতল পালা-ও
ভেঙি হচ্ছে। পুরাতন
শেখ ফিরে এসেছে।

এই দেশ
ব্যাপারটা কি?



মাস্টারমশাই বলছিলেন,
প্রাচীন মাদুঘরা ভাঙলে পিয়ে বিভিন্ন পত্রপত্রিকার
সেপ্টেম্বরের জন্মিনা, ডাকঘরে এমন লক্ষ করত।



জাহান্নামে পিঠীনের
ভাঙ্গোই হয়েছে।

শুভসি না, মাদারিসম্পর্কে বলাহিসেব এখন
কালো মল বছর ১০-১০টা পো বায়।

বায়!



এবার যা বলব তা শুনে তো তোমকে যাবি। অনেক
অনেক মল বিবেচনাও পো
করতে যাবে।



বিশেষে ছৌ নাচ।





বিসেপশনের কেওরালে দেখলাম
মুঠো মুখোশের মাকখালে
একডলে শিরীড়ি মুখ?

হাং খিঙের মুখোশটা পুরলিয়ার
হৌ শাংর, হাংর বীখিঙের মুখোশটা
বেরাটিকজার হৌ শাংর হাংর শাংক
হাংহে হাংরজোর একডলে হৌ-
শিরীড়ি মুখ।

ময়ুরজোর হৌ শাং
কোলে মুখোশ
শাংক না।

তবে এখন প্রায়ের তরুণ
জেলোমেয়েরা শিখতেই এই
ঘাটে আসতে চাইবে।

হ্যাঁ হ্যাঁ হ্যাঁ !



শহরের জেলোমেয়রাত
কি ছৌঁ ঘাটে শিখতে পারে?

হ্যাঁ শিখতে পারে, তবে শহরে
কোন ঘাটে, জেলোমেয়র
বুকশিয়ামে ছৌঁ প্রকরের
কাছে।



হ্যাঁ, শিখে জোর কাছে এসে একটা
উলফা দেব। জোর দেখব জোর
মুখের ভাবটা কেমন হয় ?



হাঃ হাঃ হাঃ !

হাঃ হাঃ হাঃ !





দেখে এলাম ছৌ

সংস্কৃতি পরিচয় - ১

শিক্ষা মানে শুধু সাক্ষরতা নয়। নিজেদের দেশের
পরম্পরা ও সংস্কৃতিকে জানতে শিক্ষা। এই শিক্ষা
না থাকলে সাক্ষরতা সম্পূর্ণ হবে না। নিজেদের
সংস্কৃতি ও পরম্পরাকে জানলেই আমরা অধিক
অভিমান ও সংস্কৃতিকে ভালোভাবে শিখব।
যাটার লোকসাহিত্যিক ঐতিহ্যের সঙ্গে লকুন
প্রজন্মের ছৌসময়ের পরিচয় ঘটানোর জন্যই
এই সিঁড়ির পরিচয়লা।



Rural Craft & Cultural Hub
of West Bengal

